

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ১৬, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৬ই জুন, ২০০৯/২রা আষাঢ়, ১৪১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৬ই জুন, ২০০৯ (২রা আষাঢ়, ১৪১৬) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০০৯ সনের ৩৪নং আইন

আইন-শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে
প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে আইন-শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১১ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন আইন-শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ধারা ২ এর বিধান ০৭ এপ্রিল ২০০৮ এবং ধারা ৩ এর বিধান ১০ এপ্রিল ২০০২ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। ২০০২ সনের ১১ নং আইনের ধারা ১ এর সংশোধন।—আইন-শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১১ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত “ছয় বৎসর” শব্দগুলির পরিবর্তে “আট বৎসর” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(৫০৯৭)

মূল্য : টাকা ২.০০

৩। ২০০২ সনের ১১ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

“(৪) উপ-ধারা (২) ও (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিতভাবে ধৃত না হইয়া অন্য কোনভাবে ধৃত হইলে বা আদালতে আত্মসমর্পণ করিলে, উক্ত অপরাধের বিষয়ে, যত দ্রুত সম্ভব, ধারা ৯(২) এর অধীন রিপোর্ট বা অভিযোগ দাখিল করিতে হইবে এবং আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিয়া উক্তরূপ রিপোর্ট বা অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করিবে।”।

৪। হেফাজত সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।—(১) আইন-শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সনের ৫ নং অধ্যাদেশ) এবং আইন-শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৯ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ দুইটি বলিয়া উল্লিখিত, দ্বারা সংশোধিত আইন-শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১১ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইন দ্বারা সংশোধিত উক্ত আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (২) এর বিধান অনুসারে উক্ত অধ্যাদেশ দুইটির কার্যকরতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতায় বা বিবেচিত ধারাবাহিকতায় কোন কাজকর্ম কৃত বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইন দ্বারা সংশোধিত উক্ত আইনের অধীনেই কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়াও গণ্য হইবে।

আশফাক হামিদ

সচিব।